বিশেষ ক্রোড়পত্র

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

আজ থেকে মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা শুরু

শুক্রবার ১০ জানুয়ারি ২০২০

জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন...(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

হবে। বঙ্গবন্ধু আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য; তিনি আমাদের অতীত, বর্তমান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত-বাংলাদেশ সেই উজ্জ্বলতার আলোকসম্পাতে আলোকিত হবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন আয়োজনের প্রাক্কালে এই আমাদের প্রত্যাশা।

লেখক : প্রধান সমন্বয়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি।

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য... (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

১৯৭২ সালে অপরাহ্ন ১টা ৪০ মিনিটে।

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু সেদিন (তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দানে) সমবেত জনসমুদ্রে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা বাঙালি জাতির চিরন্তন অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি বলেছিলেন, ''স্বপ্ন আমার সফল হইয়াছে... স্বাধীনতা আর কেউ হরণ করিতে পারিবে না'', ''আমার বাঙালিরা আজ মানুষ হইয়াছে,'' ''আমার নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক''।

কী বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু সেদিনের সেই ঐতিহাসিক ভাষণে? তিনি বলেছিলেন বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক ভাত, কাপড় ও মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবে, বাংলাদেশ থেকে সকল প্রকার দুর্নীতি নির্মূল করা হবে, দখলদার বাহিনীর দালালদের বিচার হবে ও পাকিস্তান বর্বর বাহিনীর গণহত্যার বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে। তিনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এখনো ষড়যন্ত্র চলছে, আমরা প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি, প্রয়োজন হলে প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা সুরক্ষা করব।

ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মার শান্তি কামনা করে বক্তৃতার শেষে বঙ্গবন্ধু স্বয়ং সেদিন মোনাজাত পরিচালনা করেছিলেন। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বঙ্গবন্ধু ভারত, তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্যসহ সকল বন্ধুরাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও বন্ধুরাষ্ট্রের জনগণ ও গণমাধ্যমের প্রতি ধন্যবাদ জানান।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আগেই ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ শনিবার লন্ডনে পৌঁছেই বঙ্গবন্ধু স্বদেশের সাথে টেলিফোনে সংযুক্ত হন। তিনি সেদিন বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সোয়া পাঁচটায় ঢাকার ধানমন্ডিস্থ ১৮ নম্বর সড়কে বেগম মুজিবের অস্থায়ী বাসভবনে ফোন করে কথা বলেন শেখ কামাল, বেগম মুজিব, শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, কনিষ্ঠ পুত্র রাসেলসহ সেখানে উপস্থিত অনেকের সাথে। বঙ্গবন্ধু বঙ্গভবনে ফোন করে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের সাথেও কথা বলেন। বঙ্গবন্ধুর

টেলিফোন সংলাপের খবর পরদিনের আজাদ পত্রিকায় ''একটি কণ্ঠ: কয়েকটি মুহূর্ত, কিছু আবেগ-অনেক কান্না'' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিবসটি ছিল সরকারি ছুটির দিন। জাতির পিতার ঢাকায় পদার্পণ উপলক্ষ্যে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখ সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। এ কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ বলেন ''১০ জানুয়ারি হবে জাতির জীবনে সর্বাপেক্ষা আনন্দের দিন''। তিনি স্মিতহাস্যে সাংবাদিকদের বলেন ''সম্ভবত কেউ আনুষ্ঠানিক ছুটি ঘোষণার জন্য আগামীকাল অপেক্ষা করবেন না''। ঢাকায় আসার পথে বঙ্গবন্ধু স্বল্পসময়ের জন্য নয়াদিল্লীতে যাত্রাবিরতি করে ভারতীয় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন ''বাংলার দুঃখ মোচনে ভারতের সাহায্য ও সহযোগিতা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে''।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তির সংবাদের পর থেকে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় যেসব খবর ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় তার কয়েকটি শিরোনাম ছিল-হে বীর হে নির্ভয়/তোমারই হলো জয় (পূর্ব দেশ), আমার সোনার বাংলা আজ মুক্ত/ বঙ্গবন্ধু এখন লন্ডনে (ইত্তেফাক), জনগণের মাঝে ফিরে যেতে চাই/এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে রাজি নই (দৈনিক বাংলা), ঐ মহামানব আসে/দিকে দিকে রোমাঞ্চ জাগে (ইত্তেফাক), ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়/মাগো, তোর মুজিব এল ফিরে (পূর্ব দেশ), আমার আনন্দ, বঙ্গবন্ধু বিজয়ীর বেশে ফিরিয়াছেন- ইন্দিরা গান্ধী (ইত্তেফাক), জনতার সাগরে জেগেছে উর্মি (সংবাদ)। সে সময়ের গণমাধ্যমে জাতির মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী মুজিব অনুভূতি স্থায়ীভাবে রক্ষিত আছে। মুজিববর্ষে আমাদের দায়িত্ব হবে নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুকে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা- মুজিব অনুভূতিকে সমুন্নত রাখা।

ঢাকার ধানমন্ডিস্থ ১৮ নম্বর সড়কের অস্থায়ী বাসভবনে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম রাত্রি যাপনের অনুভূতি বর্ণনা করতে একজন সাংবাদিকের অনুরোধে ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ''ইহা বর্ণনা করার ভাষা আমার জানা নাই''। বঙ্গবন্ধু এই সময় মুখে মৃদু হাসির আভা ছড়াইয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কবিতা ''আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'' উচ্চারণ করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারিত হয় বাঙালির এই প্রিয় গান।

বঙ্গবন্ধুকে করাচির ফয়সালাবাদের একটি কারাগারে আটকে রাখা হয়েছিল। পরে মিয়ানওয়ালি কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রবল বাঁধা উপেক্ষা করে পাকিস্তান সরকার সামরিক গোপন আদালতে বঙ্গবন্ধুর বিচার শুরু করে। প্রহসনমূলক সে বিচারে বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য দেশের প্রবল প্রতিবাদের মুখে সে রায় বাস্তবায়নের পথে তারা এগোয়নি। কিন্তু কারাগারে বঙ্গবন্ধুর মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য তারা সবকিছুই করেছে। এমনকি কারা অভ্যন্তরে কবর খনন করা হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর বঙ্গবন্ধুকে সমাহিত করার জন্য। সে কবর দেখে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ''তোমরা আমার লাশটি আমার বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও। যে বাংলার আলো বাতাসে আমি বেড়ে উঠেছি সেই বাংলায় আমি চিরনিদ্রায় শায়িত থাকতে চাই''। তিনি আরো বলেছিলেন, ''ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলব আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা''।

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ফলে পাকিস্তান সরকারের উপর বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিদানের চাপ বাড়তে থাকে। বিশ্ব সম্প্রদায় দাবি তোলে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। বঙ্গবন্ধুকে বন্দি রাখার কোনো অধিকার পাকিস্তানের নেই।

বিশ্ব মুক্তিকামী জনতার দাবির মুখে পাকিস্তান বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয় ৮ জানুয়ারি ১৯৭২। ইতোমধ্যে পাকিস্তানের ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নিকট। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রাক্কালে ভুট্টোই বঙ্গবন্ধুকে 'ফ্রিম্যান' হিসেবে ঘোষণা দেন। ফলে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথ উন্মুক্ত হয়। উল্লেখ্য, ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য ভুট্টোর অনুমতি চেয়েছিল এবং বলেছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা না করাই তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুল।

১৯৭২-এর সে সময়ে ভারত ভূখণ্ডের উপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমান চলাচল নিষিদ্ধ ছিল। ফলে বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার জন্য পাকিস্তান থেকে লন্ডন হয়ে আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। ১৯৭২-এর ৮ জানুয়ারি পিআইএ-র একটি বিশেষ বিমানে বঙ্গবন্ধু প্রথম লন্ডন গমন করেন। সেখানে পৌঁছার পর বিশ্ব মিডিয়ার সাংবাদিকদের তিনি বলেন- ''আমি আমার জনগণের নিকট ফিরে যেতে চাই''। বাঙালির জন্য বঙ্গবন্ধুর হৃদয় ব্যাকুল ছিল। তখন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এডওয়ার্ড হিথ। তিনি ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন একটি বিশেষ বিমানে করে বঙ্গবন্ধুকে ঢাকায় পৌঁছে দেওয়ার। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দিল্লী বিমানবন্দরে পৌঁছান। সেখানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী যথাক্রমে ভিভি গিরি ও শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানান। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নয়াদিল্লীতে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি

বঙ্গবন্ধুকে, ''যথার্থই জাতির জনক'' বলে অভিহিত করেন এবং শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "আমার আনন্দ বঙ্গবন্ধু বিজয়ীর বেশে ফিরিয়াছেন''। ১০ জানুয়ারি নিয়ে দৈনিক পূর্বদেশ, ''ভালোবাসার অর্ঘ্য নিয়ে জাতি উন্মুখ'' শীর্ষক সংবাদে উল্লেখ করে, "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি বাঙালি জাতির জনক, বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম জনগণ বরেণ্য নেতা, বাংলার মানুষের একান্ত আপনজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ শত ৯০ দিন পর আজ সোমবার (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) জন্মভূমির কোলে, প্রাণপ্রিয় মানুষের কাছে ফিরে আসছেন। ফিরে আসছেন শত্রুর কোপানলের অগ্নিপরীক্ষায় খাঁটি সোনা হয়ে সোনার বাংলার বুকে''। প্রিয় নেতা বলতেন, ''আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি''। প্রিয় নেতার কথার প্রতিধ্বনি তুলে বাংলার মানুষ ''আমাদের সোনার মুজিব, আমরা তোমায় ভালোবাসি'', বলার জন্যে উন্মুখ সাগ্রহ প্রতীক্ষা আজ সাঙ্গ হবে। নেতা ও জনগণের ভালোবাসায় দুই সমুদ্র একাকার হয়ে রূপ নেবে ভালোবাসার মহাসমুদ্রে।

পূর্বদেশ ৯ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে ''ভেঙ্গেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোর্তিময়, মাগো, তোর মুজিব এলো ফিরে''- সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়- "অনেক ধৈর্য্য, অনেক কামনা, অনেক প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আজই রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে রাজকীয় বিমানবাহিনীর একটি বিমান তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। আমরা ফিরে পাব বঙ্গবন্ধুকে। বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রাণের প্রিয় স্বাধীন বাংলাদেশকে বিশ্বের জাতিসমূহে গৌরবময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, সাড়ে সাত কোটি মানুষকে নতুন আদর্শে উজ্জীবিত করে নতুন পথে, দেশগড়ার

পথে পরিচালিত করার সুযোগ পাবেন। তাই-তো আজ আমাদের এই আনন্দ। আজ থেকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অধ্যায়ের অবসান হতে চলেছে। মহান রাষ্ট্রনায়কের মহান আদর্শে আজ থেকে শুরু হবে নতুন চলার পথের নির্দেশ"।

তদানিন্তন রেসকোর্স ময়দান বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের বিশাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ''কবিগুরু, তুমি বলেছিলে সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করোনি। কবিগুরু তুমি দেখে যাও আমার সোনার ছেলেরা আজ মানুষ হয়েছে। তোমার এই আক্ষেপকে আমরা মোচন করেছি। বাঙালি জাতি প্রমাণ করে দিয়েছে যে তারা মানুষ, তারা প্রাণ দিতে জানে, এমন কাজ তারা করেছে যার নজির ইতিহাসে নাই''।

১০ জানুয়ারি বাঙালির ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সারাজীবন যিনি বাঙালির শোষণ মুক্তির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, বাংলার কৃষক শ্রমিক, আপামর জনতাকে যিনি অসীম দরদে ভালোবেসেছিলেন তিনি জনতার মাঝে ফিরে এসেছেন। এ যেন এক অসীম আনন্দ। "অসীম আনন্দ বিধাতা যাহারে দেন তার বেদনা অপার''। পরবর্তী জীবনে ঘাতকরা তাই ঘটিয়েছিল। যার কথায় বাঙালি উজ্জীবিত হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যার উপস্থিতি বাঙালির রক্ত কণিকায় আনন্দের নাচন যোগাত, যার নেতৃত্বে বাঙালি পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সার্বিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করেছিল। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ সেই মহামানবকে সপরিবার হত্যা করে স্বাধীনতার শত্রুরা চরম প্রতিশোধ নিয়েছিল এবং বাঙালির অপার আনন্দকে অপার বেদনায় ঢেকে দিয়েছিল।

নির্ভয়ে আভিজাত্যের সাথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে বঙ্গবন্ধু আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন ''অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ''। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি ও জীবনদর্শনই বিশ্বমানবতার মুক্তির আন্দোলনকে সর্বদা জাগরিত রাখবে।

লেখক: সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সভাপতি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি

শুভেচ্ছা বক্তব্য

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য পুরো বাঙালি জাতি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে-যা শুরু হবে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে। শতবর্ষের প্রতীক্ষার এই মাহেন্দ্রক্ষণকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ১০ জানুয়ারি ২০২০ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা। এই শুভক্ষণে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা এবং ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

বাঙালি জাতির জন্য বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন এক মহান উপলক্ষ্য যার মাধ্যমে আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চাই এবং সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় অবস্থানের অদম্য চেতনা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে চাই। তাই জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী বছরব্যাপী দেশে বিদেশে ব্যাপক পরিসরে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১ সময়কে 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করেছেন। সবাই অপেক্ষা করছে মুজিববর্ষে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে, কৃতজ্ঞচিত্তে জাতির পিতাকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে।

জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকে স্মরণীয় ও অর্থবহ করতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে দুটি জাতীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। জন্মশতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে গঠিত জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি শুরু থেকেই যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শত শত বছরের পরাধীনতা, বিদেশিদের শাসন ও শোষণের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে কোটি কোটি জনতার আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বাস্তব রূপ লাভ করে। তিনি কোটি কোটি মানুষকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন, স্বপ্ন পূরণের পথ দেখিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনিই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এভাবেই তিনি আমাদের চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছেন। আমরা এখন যে স্বাধীন জীবন যাপন করছি, আগামী জীবনের যে স্বপ্ন আমরা দেখছি, এ যাবত আমরা যা অর্জন করেছি, তার সবকিছুই শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন থেকে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম ও আদর্শ আমাদের আশা ও শক্তি সঞ্চার করে। এজন্য বঙ্গবন্ধু বৈশ্বিকভাবে প্রাসঙ্গিক এবং কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস।

মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা ও জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ বিদেশের অগণিত মানুষ বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আরো বেশি জানার সুযোগ লাভ করবেন এবং তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নে ব্রতী হবেন-এই প্রত্যাশা করি। সবাইকে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. রফিকুল ইসলাম, জাতীয় অধ্যাপক

বঙ্গবন্ধুর অজানা-গল্প

নির্মলেন্দু গুণ

১৯৯০ সালে আমি যখন কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে টুঙ্গী পাড়ায় বঙ্গবন্ধুর কবরে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য গিয়েছিলাম, তখন বঙ্গবন্ধুর বাল্যবন্ধু মাওলানা শেখ আব্দুল হালিমের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট ইসলাম সম্মত সকল বিধি মান্য করে বঙ্গবন্ধুকে দাফন করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং ঐ রাতে ঘরে ফিরে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আরবি ভাষায় একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। ঐ কবিতাটি আমি তাঁর কাছ থেকে লিখে নিয়ে এসেছিলাম এবং কবিতাটি বাংলায় অনুবাদ করে সাপ্তাহিক ঢাকা পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলাম। ঐ কবিতাটিই ছিলো বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর তাঁকে নিয়ে লেখা প্রথম কবিতা। ঐ ঘটনাটি আমি পূর্বে লিখেছি।

আজ মাওলানা শেখ আব্দুল হালিমের কাছে শোনা অন্য একটি ঘটনার কথা লিখছি। আমি মাওলানা শেখ আব্দুল হালিমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বঙ্গবন্ধুকে তো আপনি খুব ছোটো বেলা থেকে দেখেছেন, জেনেছেন। তাঁর সম্পর্কে এমন কোনো ঘটনার কথা কি আপনি আমাকে বলবেন, যে ঘটনাটি আপনার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল, তাঁর সম্পর্কে ভাবতে গেলে যে ঘটনাটির কথা আপনার খুব মনে পড়ে? যে ঘটনাটি আপনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না?

মাওলানা হালিম আমার প্রশ্নটি গভীর মনযোগ সহকারে শুনলেন। তারপর চোখ বন্ধ করে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন। মনে হলো তিনি স্মৃতির সমুদ্রে ডুব দিয়েছেন। আমি চুপ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তাঁর কপালে চিন্তার বলিরেখা। ঠোঁট দুটি কাঁপছে তাঁর। তিনি চোখ মেললেন। আধো আলো আধো অন্ধকারে আমি লক্ষ্য করলাম - তাঁর চোখের পাতায় অশ্রু জমেছে।

তাঁকে সহজ হতে সাহায্য করে আমি বললাম, কিছু কি মনে পড়লো? আপনার চোখে জল কেন?

তিনি বললেন, একটা ঘটনার কথা আমার খুব মনে পড়ে, আর সেই ঘটনাটির কথা মনে পড়লেই আমার কষ্ট হয়, আমার চোখে পানি এসে যায়।

আমি তাঁর মুখ থেকে ঐ ঘটনাটি শুনবার জন্য কিছুটা উত্তেজিত বোধ করি। বলি, বলুন শুনি ঐ ঘটনাটার কথা। আমার বিশ্বাস ঐ ঘটনাটির কথা, যা আপনি গোপনে বয়ে চলেছেন আপনার বুকের ভিতরে, সেই ঘটনাটির কথা আমার কাছে প্রকাশ করলে আপনার বুকটা হালকা হবে।

তিনি একটু হাসলেন আমার কথা শুনে। তারপর আমার চোখে চোখ রেখে বললেন-- আমার মনে হয় বঙ্গবন্ধুকে আমি একটা কষ্ট দিয়েছি। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই এরকম একটা অপরাধবোধ আমাকে তাড়া করে চলেছে। আমার কেবলই মনে হয়, আমার এই কাজটা করা ঠিক হয়নি।

আমি বললাম, এমন কি কষ্ট আপনি দিয়েছেন তাঁকে, যার জন্য আপনি এখন কষ্ট পাচ্ছেন?

তিনি বললেন, বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমানের মৃত্যুর পর বঙ্গবন্ধু খুব জাঁকজমক করে তাঁর চল্লিশার (চেহলাম) আয়োজন করেছিলেন। আমাকে তিনি দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর পিতার মঙ্গল কামনা করে কোরান খতমে অংশ নেবার জন্য। আমি তাঁকে বললাম, তুমি প্রচুর অর্থ খরচ করে তোমার পিতার জন্য যে বিশাল আয়োজন করেছো-- এতো অর্থ তুমি কীভাবে উপার্জন করেছো, এই নিয়ে আমার মনের মধ্যে কিছু সংশয় তৈরি হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু আমার কথা শুনে একটু ব্যথিত হন।

আমি ভেবেছিলাম, তিনি জাতির পিতা, দেশের প্রেসিডেন্ট, তিনি দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী-- আমার ওপর রাগ হতে পারেন। কিন্তু না। আমার কথা শুনে তিনি একটুও রাগ হলেন না, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হালিম, সত্য কথা বলার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি প্রকৃত ঈমানদার মুসলমান। অন্য কোনো মাওলানা তোমার মতো সাহস করে আমার কাছে তাদের মনে সংশয় থাকলেও তা প্রকাশ করবে না। তোমার সৎ সাহস আছে, তাই তুমি করেছো। মনে সংশয় নিয়া তুমি যদি আমার পিতার মঙ্গল কামনা করে কোরান শরীফ পড়তা, তাতে আল্লাহ নারাজ হতেন। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছো। আমার প্রিয় পিতার আখিরাতের মঙ্গলের জন্য আমি নিজেই কোরান শরীফ পড়বো। তুমি আশেপাশে থাইকো, কোথাও কোনো ভুল হইলে আমারে বইলো।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, বঙ্গবন্ধু নির্ভুলভাবে, পবিত্র মনে সেদিন কোরান শরীফ পাঠ করেছিলেন। ঘটনাটির কথা বলার সময় মাওলানা শেখ হালিমের চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

আমি বললাম, আপনি কাঁদছেন কেন?

তিনি বললেন, বঙ্গবন্ধুর আর্থিক সততা নিয়ে মনে সন্দেহ পোষণ করাটা আমার উচিত হয়নি। আমি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাঁর মনে একটা খুব বড়ো রকমের কষ্ট দিয়েছি।

তাঁকে কবর দিয়ে ঘরে ফেরার পর থেকে আমি যখনই তাঁর কথা ভাবি, যখনি আমি তাঁর পিতা, মাতা এবং বঙ্গবন্ধুর কবরের কাছে যাই, তখনই ঐ ঘটনাটার কথা আমার মনে পড়ে। আমার বুকটা ভারী হয়ে ওঠে। আমি নিজেকে সামলাতে পারি না। তাঁর আর্থিক সততা ও সঙ্গতি নিয়ে সন্দেহ করার জন্য আমি পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে মাফ চাই। *লেখক: কবি।* □

প্রধান সমন্বয়ক
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি

শুভেচ্ছা বক্তব্য

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা কর্মসূচি উদ্বোধনের শুভক্ষণে আমি এই মহান নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ এর কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার এ দেশে নৃশংস গণহত্যা শুরু করে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু বিশ্ব জনমতের চাপে তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বীরের বেশে ফিরে এসেছিলেন তাঁর প্রিয় স্বাধীন স্বদেশে। তাই এই দিনটিতে বঙ্গবন্ধুকে ফিরে পাওয়ার স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রতীক্ষার ক্ষণগণনা শুরু করবে পুরো জাতি।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঐতিহাসিক স্থান তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দর থেকেই ক্ষণগণনা উদ্বোধন ও লোগো উন্মোচন করবেন অনন্য সাধারণ রাষ্ট্রনায়ক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও সকল অঞ্চলে শুরু হবে মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা। দেশে ও বিদেশে বছরব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকার ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সময়কে 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করেছে। মুজিববর্ষের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, আলোচনা সভা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, প্রকাশনা, চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ, মিডিয়া সম্মেলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

মুজিববর্ষে কৃতজ্ঞচিত্তে জাতির পিতাকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাবে বাঙালি। মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সর্বত্র প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। ক্ষণগণনার এ আয়োজনে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তাঁর সদয় দিকনির্দেশনার জন্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যগণের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনসমূহের প্রতি।

মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা ও জন্মশতবার্ষিকীর কর্মসূচি উদ্‌যাপনের পাশাপাশি এই মহান নেতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে সকলের অংশগ্রহণ একান্তভাবে প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী